দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ DEC. 1 0 1999
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৫

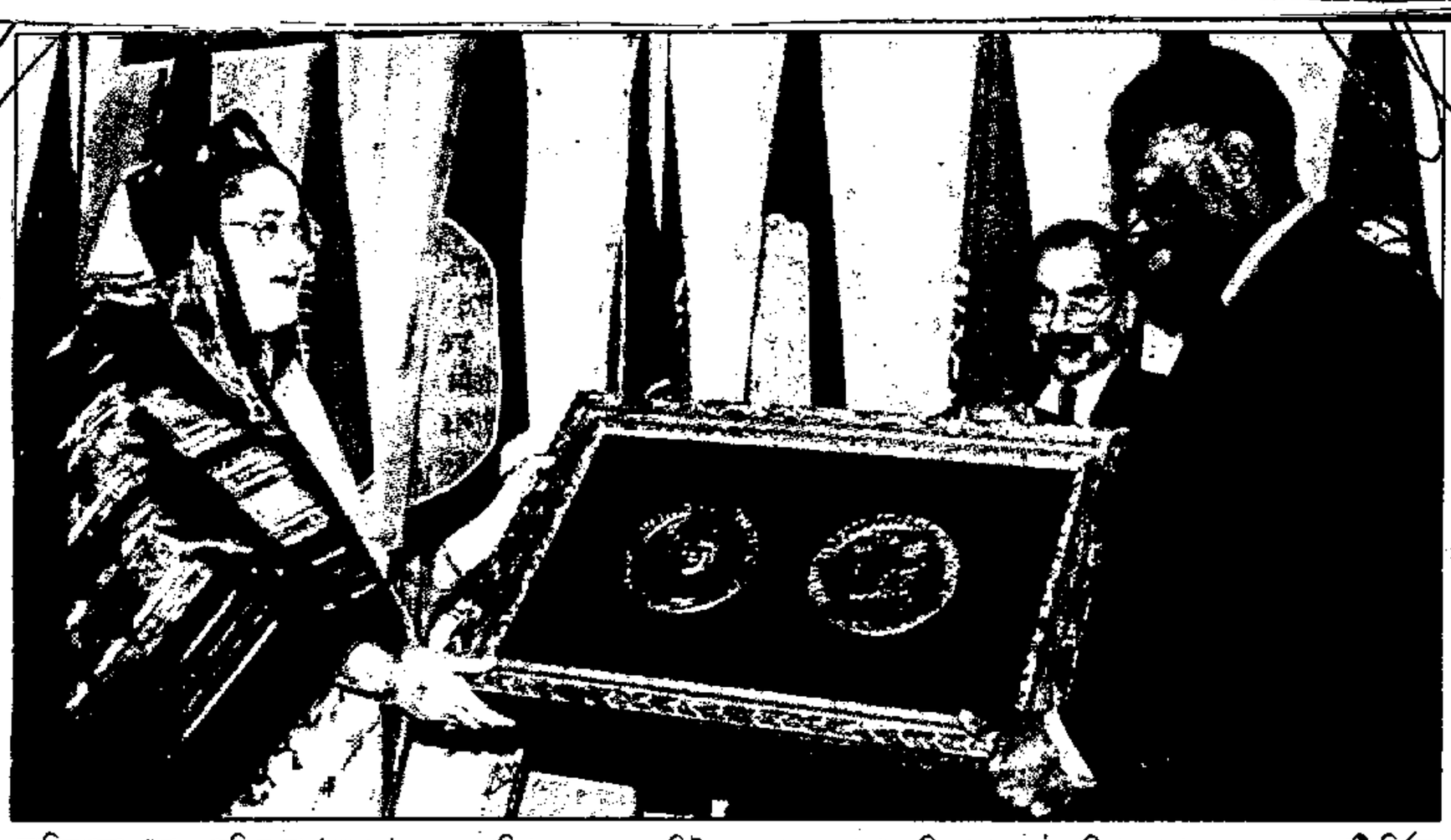

জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও)-এর মহাপরিচালক ডঃ জ্যাক ডিউফ গতকাল দেশে খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়িয়া তোলা এবং ক্ষুধা ও অপুষ্টি নির্মূলে অনবদ্য অবদান রাখার জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে তাহার কার্যালয়ে এক অনুষ্ঠানে আন্তর্জাতিক মর্যাদাসম্পন্ন 'সেরেস পদক' প্রদান করেন –ছবিঃ পিআইডি

সেরেস পদক গ্রহণকালে প্রধানমন্ত্রী

এই মর্যাদাপূর্ণ পুরস্কার আমি কৃষক সমাজের উদ্দেশে উৎসর্গ করিলাম

বাসস ॥ ক্ষুধা ও অপুষ্টির বিরুদ্ধে লড়াই এবং খাদ্য নিরাপত্তা উন্নয়নে অসামান্য অবদান রাখার জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে মর্যাদাসম্পন্ন সেরেস পদক দেওয়া হইয়াছে।

জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (এফএও) মহাপরিচালক ডঃ জ্যাক ডিউফ গতকাল বৃহস্পতিবার শেখ হাসিনার নিকট এই পুরস্কার হস্তান্তরকালে বাংলাদেশের গ্রামীণ জনগণের ভাগ্য উন্নয়নে তাহার যোগ্য নেতৃত্বের প্রশংসা করেন। এই পুরস্কার হস্তান্তরের জন্য এফএও মহাপরিচালক গতকাল সকালে (১৫শঃ পৃঃ ৫-এর কঃ দ্রঃ)

প্রধানমন্ত্রী

(১ম পৃঃ পর)

ঢাকা পৌছেন। আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে এক আকর্ষণীয় অনুষ্ঠানে পুরস্কার প্রদানকালে মিঃ ডিউফ ক্ষুধা ও দারিদ্র্য নির্মূল এবং পল্লীর জনগণের অবস্থা পরিবর্তনে শেখ হাসিনার দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টারও প্রশংসা করেন। এফএও প্রধান বলেন, বাংলাদেশের পল্লী ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে আপনার উপলব্ধি কৃষি উন্নয়নের সমার্থক হিসাবে বিবেচিত।

প্রধানমন্ত্রী দেশের কৃষকদের উদ্দেশে এই পদক উৎসর্গ করিয়া বাম্পার ফলনের জন্য কৃষিমন্ত্রী, কৃষি উপদেষ্টা, কর্মকর্তা এবং সকল কৃষকের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, 'এই মর্যাদাসম্পন্ন পদক আমাদের কৃষক ও দেশবাসীর উদ্দেশে আমি উৎসর্গ করিতে চাই।'

এফএও মহাপরিচালক ভারতের সহিত গঙ্গার পানি বন্টন চুক্তি স্বাক্ষর এবং বঙ্গবন্ধু সেতু চালু করার জন্য প্রধানমন্ত্রীকে অভিনন্দন জানাইয়া বলেন, আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলি এসব কাজের প্রশংসা করিয়াছে। ডঃ ডিউফ বলেন, শান্তির প্রতি আপনার অঙ্গীকার ইউনেস্কো কর্তৃক স্বীকৃত এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে শান্তি ফিরাইয়া আনার জন্য আপনাকে শান্তি পুরস্কার দেওয়া হইয়াছে। তিনি নারী সমাজের উন্নয়নে শেখ হাসিনার প্রচেষ্টার প্রশংসা করেন এবং মহিলাদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় নিরলস প্রচেষ্টার জন্য তাঁহাকে আদর্শ নেত্রী হিসাবে বর্ণনা করেন।

প্রধানমন্ত্রী তাঁহার বক্তৃতায় সম্পদ ও আর্থিক সেবায় কৃষকদের সমগ্রবেশাধিকার নিশ্চিত করিতে তাঁহার সরকারের প্রতিশ্রুতির কথা ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, আমরা সম্পদ হস্তান্তরের চাইতে অংশগ্রহণমূলক উন্নয়নে বেশী বিশ্বাস করি। তিনি বলেন, আমরা বিশেষ করিয়া নারীসহ প্রকৃত কৃষকসমাজের দক্ষ ক্ষমতায়নে একান্তভাবে বিশ্বাস করি।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, সরকার কৃষিকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়াছে। বাজেটে কৃষি খাতে উল্লেখযোগ্য মাত্রায় বরাদ্দ বাড়ানো হইয়াছে। তিনি বলেন, এদেশে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও কৃষি উন্নয়নের ক্ষেত্রে গঙ্গার পানি সম্পদ বন্টন চুক্তি একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তির কথা উল্লেখ করিয়া শেখ হাসিনা বলেন, এই চুক্তি ঐ এলাকায় দীর্ঘ দুই দশকের সহিংসতার অবসান ঘটাইতে সাহায্য করিয়াছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, তাঁহার নিকট বাঁচার অধিকার, দারিদ্র্য, ক্ষুধা, ব্যাধি ও নিরক্ষরতামুক্ত জীবন লাভের অধিকারের চাইতে গুরুত্বপূর্ণ মানবাধিকার আর কিছুই নহে। তিনি বলেন, গণতন্ত্র ছাড়া শান্তি আসিতে পারে না। শান্তি ছাড়া উন্নয়ন সম্ভব নয়। তিনি আশা করেন, পার্বত্য শান্তি চুক্তি ঐ এলাকায় কৃষি উন্নয়নের ক্ষেত্রে এক নবযুগের সূচনা করিবে। তিনি বঙ্গবন্ধু সেতুর কথা উল্লেখ করিয়া বলেন, তিনি আশা করেন যে, এই সেতু বাংলাদেশের সার্বিক উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা পালন করিবে। তিনি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন, কৃষকদের কঠোর শ্রমের কারণেই ১৯৯৮ সালের ভয়াবহ বন্যার পর কৃষি ক্ষেত্রে বর্তমান সাফল্য অর্জন সম্ভব হইয়াছে।

তিনি এফএও মহাপরিচালক হিসাবে ডঃ ডিউফের পুনর্নির্বাচনের জন্য তাঁহাকে অভিনন্দিত করেন। তিনি আশা করেন, ডঃ ডিউফ বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশে তাঁহার ভূমিকা ক্রমবর্ধমানভাবে অব্যাহত রাখিবেন।

প্রধানমন্ত্রীকে অভিনন্দন

জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার মর্যাদাপূর্ণ সেরেস পদক পাওয়ায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন জানাইয়াছেন ঢাকা মহানগর শ্রমিক লীগের সভাপতি হাবিবুর রহমান আকন্দ, সাধারণ সম্পাদক ইসরাফিল আলম, বনরূপা আবাসিক [illegible] ব্যবস্থাপনা পরিচালক হাজী লায়ন [illegible]